ইসলামে নারীর উত্তরাধিকার ও ‘‘সুস্পষ্ট নির্দেশ’’

হাসান মাহমুদ

জাতীয় নারী-উন্নয়ন নীতিমালা ২০০৮-এর অধীনে নারী-পুরুষের সমান উত্তরাধিকারের প্রস্তাবটি বাংলাদেশ তত্ত্বাবধায়ক সরকার অনুমোদন করেছেন ২৪শে ফেব্রুয়ারী ২০০৮ তারিখে। কিন্তু উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে কোরাণে স্পষ্টই বলা আছে ‘‘একজন পুরুষের অংশ দু’জন নারীর সমান’’ - নিসা - ১১ ও ১৭৬। এতে সরকার কি কোরাণকে লংঘন করলেন? অতীত-বর্তমানে কোনো মুসলিম শাসক বা বিশেষজ্ঞ এমন করেছেন কি? এর অনুমতি কি কোরাণে আছে? এ বিষয়ে ইসলামি বিশেষজ্ঞদের দলিল আছে অজস্র, আমি প্রধানতঃ তুলে ধরব বর্তমান দুনিয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ, অনেকের মতে সর্বশ্রেষ্ঠ ফিকাহ্‌বিদ ডঃ হাশিম কামালি’র ‘‘প্রিন্সিপলস্ অফ ইসলামিক জুরিস্প্রুডেন্স’’ থেকে।

কোরাণে সুস্পষ্ট নির্দেশ আছে অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া কর নেবার, চোরের হাত কেটে দেবার, আর আছে ঈহুদী-খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ে করার অনুমতি। আর, নবীজি (দঃ) বলেছেন - ‘আমার পরে যদি কেউ নবী হতো তবে সে হতো ওমর’’। এতবড়ো মর্তবার হজরত ওমর (রাঃ) বিভিন্ন কারণে কিছু বিশেষ ব্যক্তির কাছ থেকে, আল্ জুরাজিমাহ গোত্রের কাছ থেকে এবং ইরাণ-সীমান্তের এক গোত্রের কাছ থেকে জিজিয়া কর নেন নি। নবীজী (দঃ)-এর সময় থেকে সুরা তওবা আয়াত ৬০ এর ভিত্তিতে মুয়াল্লাফা গোত্র যে জাকাত পেত সেটা, দুর্ভিক্ষের সময়ে চোরের হাত কাটা এবং বিশেষ ক্ষেত্রে ঈহুদী-খ্রীষ্টান নারীকে বিয়ে করা বন্ধ করেছেন। শুধু কোরাণই নয়, উদ্ধৃতিঃ- ‘‘হজরত ওমর (রাঃ) বাকী সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করে হাদিস ২০৩ বলবৎ করেন ও হাদিস ২০৪, ২০৫ ও ২০৬-কে রহিত করেন’’ -আজিজুল হক সাহেবের অনুদিত সহি বুখারীতে থাকার কথা-১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ১৯৭। রসুলের সময়ের তামাত্তু হজ্বের পদ্ধতিও তিনি বদল করেছেন (মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খান অনুদিত বুখারি ২য় খণ্ড হাদিস ৬৩৪ ও ৬৪২)। কিন্তু তিনি অবশ্যই কোরাণ-লংঘন করেন নি বরং অনুসরণ করেছেন কোরাণের পদ্ধতি ও নবীজী (দঃ)-এর সুন্নত।

কি সেই সুন্নত, কি সেই পদ্ধতি যা আজকের মওলানাদের জন্য বিরোধীতা তো নয়ই নয় বরং অবশ্য পালনীয়?

নবীজি (দঃ) বহুবার সমাজ পরিবর্তনের সাথে তাঁর নিজেরই বহু গুরুত্বপুর্ণ নির্দেশ বদলেছেন। মু’তা বিবাহ (সাময়িক, অস্থায়ী বিয়ে) বহু বছর চালু রেখে খাইবার যুদ্ধের পর নিষিদ্ধ করেছেন, প্রথদিকের দু’ওয়াক্ত নামাজ মেরাজের পর পাঁচ ওয়াক্ত করেছেন, সিদ্ধান্ত বদলেছেন অনেকবারই যেমন কবর-জিয়ারত বা কোরবাণীর মাংস সংরক্ষণ। উদ্ধৃতিঃ- ‘‘নবী (দঃ)-এর সময়েই কোরাণ ও সুন্নাহ-তে কিছু সম্পুর্ণ ও কিছু আংশিক পরিবর্তন করা হয়। পরিস্থিতির পরিবর্তনই ইহার মূল কারণ’’। এ সুন্নত তিনি রেখে গেছেন বিরোধীতার জন্য নয় বরং অবশ্য-পালনীয় কর্তব্য হিসেবে, কারণ এর মধ্যেই জনকল্যাণ নিহিত আছে।

এবারে কোরাণ। আল্লাহ বলেছেনঃ- ‘‘আমি কোন আয়াত রহিত করিলে বা ভুলাইয়া দিলে তাহা অপেক্ষা উত্তম বা সমপর্যায়ের আয়াত আনি’’ -বাকারা ১০৬ এবং ‘‘যখন আমি এক আয়াতের স্থলে অন্য আয়াত আনি এবং আল্লাহ যা নাজিল করেন তা তিনিই ভালো জানেন’’ - নাহ্‌ল আয়াত ১০১। একে বলে নস্‌খ্, অর্থাৎ এক আয়াতকে অন্য আয়াত দিয়ে প্রতিস্থাপন। ইহকাল তো বটেই, পরকালেও সুপারিশ করার ব্যাপারে এই প্রতিস্থাপন দেখি আমরা, যেমন আন্ নাবা ৩৮, বাকারা ৪৮, ১২৩, ২৫৪, নিসা ১২৩, আনাম ৫১, ৭০ আল্ যুমার ১৯ ইত্যাদি, এ ব্যাপারে আল্লাহই ভালো জানেন। দুনিয়াবী ব্যাপারে বুখারীতে আছে ঃ- ‘‘বার্ মাউনাতে

যাহারা নিহত হইয়াছিল তাহাদের উপর নাজেলকৃত আয়াতটি আমরা পড়িতাম কিন্তু পরে তাহা বাতিল করা হয় - চতুর্থ খণ্ড হাদিস ৬৯। আরো দেখুন - ‘‘ইবনে উমর এই আয়াত পড়িত - ‘তাহাদের সুযোগ ছিল রোজা রাখা অথবা কোন দরিদ্রকে প্রতিদিন খাওয়ানো’-এবং বলিয়াছে এই আয়াতের আদেশ রহিত করা হয় -তৃতীয় খণ্ড হাদিস ১৭০। বহু বছর নির্দেশ ছিল জেরুজালেমের দিকে মুখ করে নামাজ পড়ার, পরে সেটা বদলিয়ে কাবা’র দিকে করা হয় (বাকারা ১৪২ - ১৪৪)। বিধবার ইদ্দত আগে ছিল এক বছর (বাকারা ২৪০), একে বাতিল করে কোরাণ নির্ধারিত করে চার মাস দশ দিন (বাকারা ২৩৪)। এ ছাড়াও, - উদ্ধৃতিঃ -‘‘বাকারা ১৮০-তে উদ্ধৃত পিতামাতা ও আত্মীয়দের উত্তরাধিকার পরিবর্তন করিয়াছে নিসা ১১’’। আরো কোন সুস্পষ্ট আদেশ পরে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কোরাণ নিজেই রহিত হয়েছে তা দেখুন মওলানা মুহিউদ্দীনের অনুদিত কোরাণ পৃষ্ঠা ১২৫৫ ও ১৩৪৭। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সামাজিক বিধি বদলাতে হবে, কোরাণের এই সুস্পষ্ট নির্দেশ স্বয়ং নবীজী (দঃ) ও হজরত ওমর (রাঃ) সত্যায়িত করে গেছেন পালন করার জন্যই, বিরোধীতার জন্য নয়।

ইসলাম-বিদ্বেষীরা বলে নস্‌খ্‌-এর কারণ নাকি আগের আয়াতগুলো ভুল ছিল। আমরা তা মানিনা। আমরা মানি, উদ্ধৃতিঃ- ‘‘নস্‌খ্‌-এর উপলব্ধি আসিয়াছে মানুষের উপকারের জন্য সমাজের বিদ্যমান পটভুমি ও আইনের সমন্বয় করার প্রয়োজনে..কোরাণ ও হাদিসে নখস্‌-এর সর্বপ্রধান কারণ হইল স্থান-কালের বিষয়টি’’। বর্তমান পটভুমি ও আইনের সমন্বয় কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা ইসলামের এক সমালোচনার জবাবে মওলানা মওদুদিও বলেছেনঃ -‘‘তৎকালীন (অতীতের) বিদ্যমান পরিস্থিতি উপেক্ষা করিয়া ওই সময়ের ঘটনাকে বর্তমানের আলোকে দেখিবার জন্যই এই ভুল হইয়াছে’’ - ইসলামিক ল’ অ্যাণ্ড কনষ্টিটিউশন’’ পৃষ্ঠা ২৩৬।

এই যে নবীজি স্বয়ং এবং হজরত ওমর (রাঃ) সামাজিক পরিবর্তনের সাথে কোরাণ-হাদিসের নির্দেশের সামঞ্জস্য করলেন, এর ভেতর কি আমাদের মওলানাদের জন্য জন্য গুরুত্বপুর্ণ পথনির্দেশ নেই? আল্লাহ যখন বলেন ‘‘আজ আমি তোমাদের জন্য আমার দ্বীন সম্পুর্ণ করে দিলাম’’, এর মধ্যে কি সেই নির্দেশ অন্তর্ভুক্ত নেই? নিশ্চয়ই আছে এবং পালন করার জন্যই আছে, বিরোধীতার জন্য নয়। কারণ এটা অনুমোদন না করলে মুসলিম-সমাজ অবশ্যই অতীতের বদ্ধ জলাশয় হয়ে যাবে। অথচ ইসলাম চায় মুল্যবোধের স্বচ্ছ প্রবাহ সমাজে বর্তমানের কাঠামোতেই। এজন্যই বহু বিধান বদলানো হয়েছে, এমনকি হজ্বের সময় পাথর মারার পদ্ধতিও। এবং তাতে বিশ্ব-মুসলিমের প্রভুত লাভ হয়েছে। বর্তমানেও তাই মওলানারা কিছু বিরোধীতা সত্ত্বেও নরনারীর সমান উত্তরাধিকারের আইন চালু করেছেন বেশ কিছু মুসলিম-সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশে যেমন মরক্কো, সিনেগাল, তিউনিসিয়া ইত্যাদি (তিউনিসিয়ায় মুসলমান শতকরা ৯৯%)। তাঁদের কেউ মুরতাদ বলেনি। উনারা যদি পারেন আমাদের মওলানারাও পারেন। উনারা যেভাবে পারেন আমাদের মওলানারাও সেভাবে পারেন। সরকারকেও বুঝতে হবে বিষয়টা জটিল। নরনারীর সমান উত্তরাধিকার কেন ইসলাম-বিরোধী নয় সেটা জনগণকে পরিষ্কারভাবে বোঝানোর বিকল্প নেই। বিখ্যাত প্রগতিশীল ইসলামি বিশেষজ্ঞদের এনে রেডিয়ো-টেলিভিশনে খবরের কাগজে ক্রমাগত সাক্ষাৎকার দিয়ে জনগণকে জানাতে হবে।

কোরাণে বিভিন্ন আয়াতে ইসলামে নারীর উচ্চ মর্যাদা ও অধিকারের কথা সবাই জানেন যেমন নিসা ১ ও ১২৪, আরাফ ১৮৯, আশ শুরা ১১, নাহল ৫৮, ৫৯, ৭২ ও ৯৭, ইমরান ১৯৫, তাক্‌ভীর ৮ ও ৯ ইত্যাদি। সমান উত্তরাধিকারের বিরুদ্ধে যাঁরা তাঁদের সাথেও দলিলভিত্তিক উন্মুক্ত আলোচনা হওয়া দরকার। তাঁরা হিসেব দেখান বিভিন্ন সুত্র থেকে নারী সম্পত্তি পায়। হিসেবটা মিলে যায় চমৎকার, কিন্তু একটু চিন্তা করলেই দেখা যায় হিসেবটা চোদ্দশ’ বছর আগের সমাজের আর্থিক কাঠামোর সাথেই মেলে, বর্তমানের সাথে নয়। সেখানে বিভিন্ন বিধানে গোত্র তার নারীকে রক্ষা করত। লক্ষ বর্গমাইলের সেই বিরান মরুভুমিতে সামান্য জায়গায়

চাষবাস, কারখানা নেই অফিস নেই চাকরী নেই, ইয়েমেন-সিরিয়ার সাথে কিছু ব্যবসা, ব্যাস্। উপার্জনকারী পুরুষ আর পুরুষনির্ভর অজ্ঞ নারীদের সেই বিধান প্রয়োগ করতে বিশ্বকে সেই চোদ্দশ' বছর আগের আর্থ-সামাজিক অবস্থায় নিয়ে যেতে হবে যেখানে নারীরা সর্বক্ষেত্রে পুরুষনির্ভর। আজ অফিস-আদালত স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় গার্মেন্টে প্রমাণ করছে কে কার থেকে খরচ করে, কে কার ওপর নির্ভরশীল। সে সমাজের সাথে আমাদের আর্থসামাজিক পারিবারিক কাঠামোর আকাশ-পাতাল তফাৎ এবং ভবিষ্যতে আরো তফাৎ হবে। তাই বুঝি ''বাস্তববাদী'' বলে বিখ্যাত ইমাম তাইমিয়া বলেছেন ''মুসলিম বিশ্বে একটি চিরন্তন শাসনব্যবস্থা বাস্তবভিত্তিকও নহে, সম্ভবও নহে''-পলিটিক্যাল থট অফ ইবনে তাইমিয়া- পৃঃ ১০৬।

গোত্র ভেঙ্গে একান্নবর্তী পরিবার ভেঙ্গে ছোট্ট একক পরিবারের বর্তমান বাস্তবে আজ গরীব বাবা-মা, ভাইবোন বা রাষ্ট্র কেউই নারীকে সেভাবে রক্ষা করতে পারেনা। দেশের সব দুঃস্থ নারীদের খাওয়ানো পরানো সরকারের পক্ষে অসম্ভব, মোহরের পরিমাণও নারীর সারাজীবনের দরকারের তুলনায় তুচ্ছ। তাছাড়া মোহর হতে পারে একজোড়া জুতো বা কোরাণ থেকে কিছু তেলাওয়াত -(শারিয়া দি ইসলামিক ল' পৃষ্ঠা ১৬৩, ১৬৪ ও বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড পৃষ্ঠা ৯৭৬)। স্বামীর ওপর ভরণপোষণের দায়িত্বের যুক্তি দেখানো হয়। কিন্তু যে দেশে প্রায়ই নীরব দুর্ভিক্ষ লেগে থাকে, উত্তবঙ্গের ভয়াবহ মঙ্গায় পুড়ে যায় কোটি মানুষ আর রাস্তায় মরে পড়ে থাকে হাড্ডিসার লাশ, লেগে থাকে বন্যা-খরা-ঝড়-সিডরের ধ্বংস, কোটি মানুষ দু'বেলা দু'মুঠো খেতে পান না সে দেশে ''স্বামীর ভরণপোষণের দায়িত্ব'' নিষ্ঠুর পরিহাস মাত্র। তাছাড়া, সে দায়িত্ব কতটুকু? উদ্ধৃতিঃ- ''বাচ্চা হইবার সময় ব্যতীত অন্য সময়ে ডাক্তার-ওষুধের খরচ বা সাবান-প্রসাধন কিংবা দিতে স্বামী বাধ্য নহে। স্বামী খাবার, বাসা ও পোষাক দিবে বাধ্য স্ত্রীকে, অবাধ্য স্ত্রীকে নহে'' - (হানাফি আইন হেদায়া পৃষ্ঠা ১৪০, শাফি' আইন নং এম-১১-৪)। বলাই বাহুল্য কে বাধ্য আর কে অবাধ্য স্ত্রী তা ঠিক করবে ঐ স্বামীই। দেখুন ঃ- ''স্ত্রীর যে প্রয়োজনীয় ব্যয়ভার বহন করা স্বামীর যিম্মায় ওয়াজিব তা চারটি বস্তুর মধ্যে সীমাবদ্ধ - আহার, পানীয়, বস্ত্র ও বাসস্থান। স্বামী এর বেশী কিছু স্ত্রীকে দিলে অথবা ব্যয় করলে তা হবে অনুগ্রহ, অপরিহার্য নয়'' -মুহিউদ্দিন খান অনুদিত কোরাণ, পৃষ্ঠা ৮৬৭। যে মা-বোনের আদর ছাড়া পরিশ্রম ছাড়া জীবন চলেনা, অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের আয় ছাড়া বাসা-খাবার-শিক্ষা-ওষুধ জোটে না এসব আইন তাঁদের জন্য অত্যন্ত অপমানকর। অর্ধেক সম্পত্তি শুধু অর্ধেক সম্পত্তিই নয়, এর সাথে জড়িয়ে আছে নারীর আত্মবিশ্বাসের প্রশ্ন যা ছাড়া বিশ্ব-মুসলিমের উন্নতি হবার নয়। কোটি কোটি নারী মরমে মরে থাকেন এই অর্ধেক উত্তরাধিকারে, কোরাণে সুস্পষ্ট আছে বলে কিছু বলতে পারেন না। সুস্পষ্ট নির্দেশেরও স্থান-কাল-পাত্রের সীমাবদ্ধতা থাকে তা জানলে তাঁরা দাবী করতে পারতেন। যেমনঃ-

১। শনিবারের সীমা লংঘন কোর না - বাকারা ৬৫, নাহল্ ১২৪, আরাফ ১৬৩ ও নিসা ১৫৪।
২। সম্মানিত মাসে যুদ্ধ কোরনা - বাকারা ২১৭।
৩। নবিজী (দঃ)-এর সামনে উঁচু গলায় কথা বলো না - হুজরাত ২।
৪। ক্রীতদাসীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক বৈধ - মুমিনু'ন ৫, ৬, আহযাব ৫০
৫। গণিমতের মাল হলো আল্লাহ'র, রসুলের, গরীবের, বিজয়ী সৈন্যদের (ইত্যাদি)- আনফাল ১, ৪১, ৬৯
৬। কাফেরদের জোড়ায় জোড়ায় কাট - আনফাল ১২
৭। অমুসলিমদের কাছ থেকে জিজিয়া কর নাও - তওবা ২৯
৮। উটের মূত্র পান করার নির্দেশ - মদিনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডঃ মুহসিন খান অনুদিত বুখারী ৮ম খণ্ড ৭৯৭
৯। বিভিন্ন কারণে দাসকে মুক্ত কর - নিসা ৯২, ঐ বুখারী ৩য় খণ্ড ৬৯৫, ৬৯৬, ৭২০ ৪থ খণ্ড ২৫৫ ইত্যাদি
১০। নারী-নেত্রীত্বে কোন জাতি উন্নতি করতে পারবে না - ঐ ৫ম খণ্ড হাদিস ৭০৯

এর অনেকগুলো মওলানারা চাইলেও মানতে পারবেন না আর অনেকগুলো ইচ্ছে করেই মানবেন না। কিন্তু তাতে কেউ মুরতাদ হবেন না কারণ অনেক নির্দেশই শুধুমাত্র সেই সমাজের জন্য। নাবালিকা-বিবাহ কোরাণে সুস্পষ্ট অনুমোদিত ছিল (সুরা ত্বালাক ৪) কিন্তু আজ যে অসংখ্য মওলানা নাবালিকা-বিবাহের বিরুদ্ধে তাঁরাও কোরাণ-লংঘনকারী নন। কোরাণের সব নির্দেশ সবার জন্য নয়- ইমাম শাফি'র ''রিসালা'' - বিভিন্ন পৃষ্ঠা।

অসীম কোরাণ দু'হাত ভরে দিতে চায় কিন্তু সসীম মানুষ দু'হাতের ওপরে দু'মুঠোর বেশী নিতে পারে না। আমাদের বুঝতে হবে মদ্যপানের মতো অভিশাপ কোরাণ হুকুম দিয়ে একদিনে দুর করতে পারত কিন্তু কেন ধীরে ধীরে তিনটে পদক্ষেপ নিল। দাসপ্রথার মতো অভিশাপ কোরাণ এক হুকুমে দুর করতে পারত কিন্তু কেন একটু একটু করে এগিয়ে বহু বছর পর উচ্ছেদ করল। পুরুষের ইচ্ছেমতো বহুবিবাহ আর তালাক, স্ত্রী-প্রহার, প্রতিটি নারী সম্পত্তিহীন, তার চাক্ষুষ সাক্ষ্য আদালতে অচল ইত্যাদি শুধু আরবেরই নয় বরং মানুষের সামগ্রিক ইতিহাসের চিরন্তন কুপ্রথা। সেগুলোকেও কোরাণ এক হুকুমে দুর করতে পারত। কিন্তু কোরাণ জানে, কোনো ভালো বিধানও মানুষ যদি না উপলব্ধি করে তবে জোর করে চাপিয়ে দিলে পরে সমাজের সর্বনাশ হতে বাধ্য। তাই আমরা দেখি কোরাণ অতি সতর্কভাবে একটু একটু করে ততটুকুই প্রতিষ্ঠিত করেছে যতটুকু মানুষ নিতে পারত, যতটুকু সেই সমাজে সম্ভব ছিল। সেজন্যই কোরাণ প্রাথমিকভাবে প্রতিটি নারী-অত্যাচারের ওপরে বিভিন্ন শর্ত দিয়ে প্রচণ্ড বাধা সৃষ্টি করেছে, অর্ধেক হলেও নারীসাক্ষ্য ও নারী-উত্তরাধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছে। কিন্তু সেটাই মঞ্জিলে-মকসুদ নয়। এ সমস্যারও শেকড় এত গভীরে ছিল যে দাসপ্রথার মতো এটাও পুরো করা নবীজীর সময়ে সম্ভব হয়নি। তাই কোরাণ দিয়ে রেখেছে গন্তব্যের নির্দেশ - নর-নারী পরস্পরের পোষাক, পরস্পরের ওলী। পোষাক বা ওলী পরস্পরের অর্ধেক হয়না। ওখানেই পৌঁছতে হবে আমাদের, সম্পত্তিতে সমান উত্তরাধিকার তার একটা পদক্ষেপ মাত্র। এখানে বিস্তারিত বলা সম্ভব নয় তবে কয়েকশ' দলিল দেয়া আছে আমার ছোট্ট বই ''ইসলাম ও শারিয়া''-তে (কিছু মুদ্রণ-প্রমাদ আছে, পরের সংস্করণে ঠিক করে দেব)।

সমাজ-বদলের সাথে সামাজিক বিধান বদলাবে, চিরন্তন থাকবে শুধু ঈমান ও মুল্যবোধ। সাক্ষ্য গোপন করিও না....পিতামাতাকে ভক্তি করিবে....মিথ্যা হইতে দুরে থাক....এতিমের সম্পত্তি খেয়ানত করিবে না....সুবিচার কর.....সুবিচার কর.....সুবিচার কর.....এই তো মানুষের হৃদয়ের কাছে ইসলামের মহামহিম উদাত্ত আহ্বান !

আর, কোরাণ-লংঘন ?

দেখুন সুরা ত্বালাক আয়াত ২, স্ত্রী-তালাকের সময়-''তোমাদের মধ্য হইতে দুইজন নির্ভরযোগ্য লোককে সাক্ষী রাখিবে''। এবারে দেখুন ইসলামি ফাউণ্ডেশনের প্রকাশিত শারিয়া কেতাব বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ১ম খণ্ড আইন নং ৩৪৪- ''তালাক সংঘটিত হওয়ার জন্য সাক্ষী শর্ত নহে''। কোরাণ-লংঘন নয় এ আইন? হদ্দ বা হুদুদ হলো জ্বেনা, জ্বেনার অপবাদ, চুরি, ডাকাতি, মদ্যপান, রাষ্ট্রদ্রোহীতা ও ইসলাম ত্যাগ। এবারে দেখুন বিধিবদ্ধ ইসলামি আইন ৩য় খণ্ড ৯১৪ গ, ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে আদালতী কার্যক্রম-''হদ্দ-এর আওতাভুক্ত কোন অপরাধ করিলে তাহার বিরুদ্ধে আদালতে মোকদ্দমা দায়ের করা যাইবে না''।

কোরাণ-লংঘনের কথাই যদি ওঠে তবে তা এই। নরনারীর সমান উত্তরাধিকার কোরাণ-লংঘন নয়।

১৪ই মার্চ ৩৮ মুক্তিসন (২০০৮)